International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2025; 2(1): 72-74
© 2025 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 20-02-2025
Accepted: 24-02-2025
Publish : 26-02-2025

Joynob Islam
Former Student,
Dept. of History,
Gour Banga University,
West Bengal, India

Correspondence:
Joynob Islam
Former Student,
Dept. of History,
Gour Banga University,
West Bengal, India

ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অবস্থান

Joynob Islam

Abstract:

লিঙ্গ বৈষম্য ভারতীয় সমাজে প্রচলিত থাকায় অনেক মানুষই রাজনীতি থেকে নারীদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। ভারতীয় রাজনীতিতে এটি ছিল একটি বড় সমস্যা। ভারতে নারীর অবস্থান সার্বিকভাবেই অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা আজও লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত। পুরুষদের তুলনায় নারীদের বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। তাই রাজনীতির আঙিনাতে তারা প্রান্তিক। খুব অল্প নারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খুব কম সংখ্যক নারীই নির্বাচনে লড়াই করবার সুযোগ পায় এবং অতি সীমিত সংখ্যায় আইনসভা গুলিতে প্রবেশের অধিকার পায়। সংখ্যায় সীমিত হওয়ায় নারীরা আইন প্রণয়নকারী হিসেবে নারীরা না পায় তাদের কথা বলার সুযোগ না পায় গণতান্ত্রিক দেশের নীতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ নারীগত ও দেশ উভয়ই পক্ষে তা খুব ক্ষতিকর। নারীদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের নিজেদের সচেতনতা আজ অনেকটাই বেড়েছে। বর্তমান সময়ে নারীদের সমস্যাগুলিকে আজ স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনার দাবি উঠেছে। নারীরা বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সংগঠন গড়ে তুলেছেন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে নিজেদের কথা তুলে ধরেছেন। অনেক অপ্রচলিত ক্ষেত্রের আন্দোলনে তারা নিজ চেষ্টায় অংশগ্রহণ করেছে। নারীরা পঞ্চায়েত ও পৌর সংস্থাগুলিতেও সংরক্ষিত আসনের সুযোগ পাওয়ায় তারা বৃহৎ সংখ্যায় সেই স্তরের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করতে পারছে। সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতেও সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যায় প্রবেশের সুযোগের দাবিতে তারা আজ সরব। বর্তমানে নারীরা শুধুমাত্র প্রচারের জন্যই নয়, তারা আজ সরকারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং রাজনৈতিক দলগুলির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে Active হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

Keywords: Gender inequality, Male Dominating Society, Gender equality, Women Representation, Women Association.

Introduction:

রাজনীতি পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র। রাজনীতি নারীদের জন্য নয়— তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এমন চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। রাজনীতি যেসব বিষয়ে লিপ্ত থাকে যথা— যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সেগুলি নারীদের একতিয়ার বাইরে বলা হয়। রাজনীতি নারীত্বকে ক্ষুন্ন করে এবং তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতে ও বিদেশে নারীদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়টিকে অনেকটাই নিরুৎসাহিত করা হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই ভারতে নারীরা প্রথম শিক্ষার সুযোগ পায়। নারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত সামাজিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা উদ্যোগী হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষ ও এলিট মহিলাদের এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মহিলাদের স্বাধীন পরিচয়ের জন্য বাংলায় সরলাদেবী চৌধুরি এবং সরোজ নলনী দত্ত প্রথম মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। মহিলাদের জন্য অন্যান্য অনেক সংগঠন গড়ে ওঠে - Women's Indian Association (1917 A.D.) এবং All India Women's Conference (1927 A.D.) মাদ্রাজে গড়ে ওঠে। 1917 A.D.- তে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ভোটাধিকারের দাবিতে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কয়েকটি মহিলা সংগঠনের তরফ থেকে মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নারীদের দিক থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান মর্যাদা দাবির এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত গড়ে উঠলে বিপক্ষে বলা হয় নারীরা অধিকাংশই অশিক্ষিত, পর্দানসীন, ফলে তাদের এই অধিকার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। এর ফলে নারী সংগঠনগুলি জোরালো আন্দোলন চালালে 1921 A.D.-তে বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রভিন্সে মহিলারা প্রথম ভোটের অধিকার লাভ করে এবং বাংলাতে 1926 A.D.-তে সেই অধিকার লাভ করে। ধীরে ধীরে নারীদের আইনসভায় নির্বাচিত হওয়ারও দাবি ওঠে। পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত থাকা সত্ত্বেও সেই অধিকারও প্রাপ্ত হয়। আইনসভার প্রথম সদস্য

1927 A.D.-তে মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি সদস্য হন। নারীদের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হতে থাকে এবং 1930 A.D.-র দশক থেকে নারীদের অধিকারের নানা দিক সুরক্ষিত করতে নানা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়।তবে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের লড়াই ছিল কঠিন। নারীদের নারী কল্যাণ বিষয়ক ও নারী সম্পর্কিত শিশু কল্যাণের দায়িত্ব দেওয়া হত। প্রাচীনকালে যে সমস্ত নারী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিল তারা হলেন - রানি লক্ষ্মীবাঈ, ঝলকারিবাঈ ও রানি উদাদেবী এবং আধুনিককালে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, জয়ললিতা এবং শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জী প্রমুখ নেত্রীগণ।

গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বিপুল সংখ্যক মহিলা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন গণ-আন্দোলন 1920 A.D.-র দশক থেকে শুরু হলে অসহযোগ আন্দোলন 1921 A.D., আইন অমান্য আন্দোলন 1931 A.D. ও পরবর্তীকালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যাপকহারে নারীরা অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশ শাসনকালে বিভিন্ন বিপ্লবী দলে সাহসী কিছু নারীকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যায়, যথা - কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ যাঁরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে কৃষক আন্দোলনেও মহিলাদের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে। বাংলার তেভাগা আন্দোলনে (1946-50), অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা আন্দোলনে (1948-51) ও পরবর্তীকালে 70-র দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনে মহিলাদের আন্দোলনে দেখা যায়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত থেকে যায়। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অ-প্রচলিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায় যথা - পরিবেশ আন্দোলনে, মাদক বর্জন আন্দোলনে, শান্তি আন্দোলনে ও বৈপ্লবিক আন্দোলনেও। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি কিছুটা পুরুষপ্রধান থেকেই যায়। ভোটদাতা হিসেবে তাদের দেখা গেলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদগুলিতে তাদের দেখা পাওয়া যায় খুবই কম। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বের স্তরে নারীদের উপস্থিতি কম। পুরুষদের হাতেই থেকে যায় দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সংসদের দিকে তাকালেও ছবিটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হলে সাংসদ হিসেবে মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার আইনত থাকলেও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সংখ্যা কম নারীদের। লোকসভায় তাদের হার গোড়া থেকে ত্রয়োদশ লোকসভা পর্যন্ত কোনো বারই ১০ শতাংশের বেশি হয়নি। বর্তমানে শুধু তা কিছুটা অতিক্রম করেছে। রাজ্যসভায়ও তাদের প্রতিনিধিত্বের চিত্রটা অনেক কম। আইনসভাগুলিতে কম প্রতিনিধি সংখ্যার ফলে সেখানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

আইনসভার পাশাপাশি মন্ত্রিসভাতেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব কম। কেন্দ্রীয় স্তর ও রাজ্য স্তর উভয় স্থানেই তাদের সংখ্যা উদ্বেগ জনক। যদিও কেউ মন্ত্রী হতে পারেন ক্যাবিনেট অর্থাৎ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পাওয়া আরও কঠিন ছিল। যেসব দপ্তরের দায়িত্ব মহিলা মন্ত্রীদের দেওয়া হয় সেগুলি সাধারণত মহিলা সম্পর্কিত বিষয়ে দেখাশোনা করার দপ্তর। যথা - নারী ও শিশু বিষয়ক দপ্তর, জনকল্যাণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি।

ভারতের ৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পুর স্তরে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে পঞ্চায়েত ও পুর সংস্থাগুলিতে মহিলাদের প্রবেশের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই স্তরে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ বাড়লেও তাদের সদর্থক ভূমিকা পালনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্বাধীন মত প্রকাশ ও রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণে অনেক সময়ই পারিবারিক ও সামাজিক বাধার মুখে পড়তে হয়। প্রথমদিকে মহিলা প্রতিনিধিরা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মতামত মেনে কাজ করলেও ক্রমে দেখা যায় সেই প্রবণতা কমেছে। মহিলা প্রতিনিধিরা জোরের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে পারছেন।

তৃণমূল স্তরে পঞ্চায়েত ও পুর সংস্থাগুলিতে মহিলাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ বাড়লেও সংসদ বা বিধানসভাগুলিতে তা বাড়েনি অধিক পরিমাণে। সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে নারীদের উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে নারী সংগঠনগুলি সেখানে আসন সংরক্ষণের দাবি তুলে এসেছেন। 1996 A.D. লোকসভা এবং রাজ্যবিধানসভাগুলিতে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৮১ তম সংবিধান সংশোধন বিল লোকসভায় উত্থাপিত হয়। আজ পর্যন্ত মহিলা সংরক্ষণ বিল সংসদে পাস করে আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

সমাজ ও রাজনীতিতে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার আধিপত্য নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। যেখানে নারীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা দেখা যায় সেখানে অনেক সময়েই পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সক্রিয় হতে না পারায় তার প্রতিনিধি হিসেবে বা তার হয়ে কাজ করার লক্ষ্যে। ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় পুরুষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী বা কন্যাকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়, যেমন— ইন্দিরা গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, জয়ললিতা প্রমুখ নেত্রীরা। জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে ইন্দিরা গান্ধী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তাঁর পিতার অনুপস্থিতিতে অনেকটাই তাঁর প্রতিচ্ছায়া হিসেবে সমর্থন অর্জন করতে ইন্দিরা গান্ধীকে সাহায্য করে। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণী সোনিয়া গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। রাজ্য রাজনীতিতে তেমনই জয়ললিতার উত্থান M. G. Ramachandran - এর সঙ্গিনীর পরিচিতিতে ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের পরিচিতির আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয়। মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকে তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সক্রিয় উৎসাহ ও সমর্থনে। বাড়ির পুরুষরা সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে সে বাড়ির স্ত্রী, পুত্রবধূ ও মেয়ের সেই দলের রাজনীতি করার উৎসাহ দান করা হয় এবং অনুমতিও দেওয়া হয়। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও পুরুষের চাহিদার উপর নির্ভর করত।

সামাজিকভাবে অবদমিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। এর ফলে নারীরা রাজনৈতিক দলগুলিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে নিজেদের স্থান করে নিতে পারে না। নিচুতলার কর্মী হিসেবে

কাজ করতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণের প্রাবল্য মহিলা কর্মীদের দলের মধ্যে প্রান্তিক করে রাখে।

নির্বাচনে ব্যাপক হিংসা ও পেশি শক্তির ব্যবহার হয় তাতে অনেক সময়ই নারীরা অসহায় বোধ করে। নারীরা পুরুষদের তুলনায় শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ায় নারীরা সাধারণত এই হিংসা ও পেশি শক্তির রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়।

উল্লেখিত নানা কারণে ও সংরক্ষিত আসন তৃণমূল স্তর ব্যতীত অন্য স্তরে না থাকায়, পুরুষদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে মেয়েদের আগ্রহ কম দেখা যায়। যেসব কারণে সংসদীয় রাজনীতিতে নারীদের অনুপস্থিতি বা স্বল্প উপস্থিতি ঘটে তাদের সেই অনুপস্থিতি বা স্বল্প উপস্থিতি আবার সেই প্রতিকূলতার কারণগুলিকে জোরদার করে তোলে। নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও প্রভাব ঘটাতে অসুবিধা হয়। গণতন্ত্রের যথার্থ বিকাশের জন্য সর্বস্তরের মানুষের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাগ্রহে অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। মহিলাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আরও জোরালো ও সগঠিত হতে থাকে বিশেষত ৭০ দশকের পর থেকে। 1970 ও 1980-র দশকে নানা অপ্রচলিত আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখা যায়। একদিকে জয়প্রকাশ নারায়ণের সমগ্র বিপ্লবের ধারণা ভিত্তিক আন্দোলন, বামপন্থী দলগুলির সাম্যের দাবি, পরিবেশ রক্ষার চিপকো আন্দোলন এবং অপর দিকে উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করে চলা নারী আন্দোলন। এই সার্বিক পরিমণ্ডলে নারীদের সমস্যা ও দাবি-দাওয়া অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

Conclusion:

মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশে নারী ও পুরুষ উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পৃথিবীতে যা কিছু চিরকল্যাণকর তার অর্ধেক নারী করেছেন আর অর্ধেক পুরুষ করেছেন। ভারতীয় সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে অনেক মানুষই নারীদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চায়। লিঙ্গ বৈষম্য ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক বড় সমস্যা। নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে ঠিকই তবে তা সীমিত সংখ্যক। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন ক্ষমতায়নের দিক থেকে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ না বাড়লে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী ও পুরুষ সমানভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো যাবে। নারীদের প্রতি সব রকমের সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য আইনি ব্যবস্থাকে জোরদার করা প্রয়োজন। তবে আশার বিষয় মহিলাদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের নিজেদের সচেতনতা আজ অনেক বেড়েছে বর্তমান সময়ে। গতানুগতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা শ্রেণি বিশ্লেষণের নিরিখে না দেখে মহিলাদের সমস্যাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনার দাবী উঠছে। নারীরা বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সংগঠন গড়ে তুলছে। পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে তার মাধ্যমে নিজেদের দাবি তুলে ধরছেন। নানা অপ্রচলিত ক্ষেত্রের আন্দোলনে তারা সাগ্রহে অংশগ্রহণও করছে। পঞ্চায়েত ও পৌর সংস্থাগুলিতে সংরক্ষিত আসনের সুযোগ পাওয়ায় তারা বড় সংখ্যায় সেই স্তরের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে অংশ গ্রহণও করতে পারছে। সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যায় প্রবেশের সুযোগের দাবিতে আজ তারা সরব। শুধুমাত্র প্রচারের জন্যই নয়, মহিলারা আজ সরকারের ক্ষমতার অলিন্দে এবং রাজনৈতিক দলগুলির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে।

Reference

1. Dutta, K. (2007). Women's Studies and Women's Movement in India, Kolkata, the Asiatic Society.
2. Shivaraman, M. (1975). Towards Emancipation, Social Scientist, 4(1), 33-40.
3. Basu, R. (2012). নারীবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
4. Agrawal, M. (2009). Women Empowerment and Globalization, New Delhi, Kanishka Publishers.
5. Ghosh, U. (2002). পঞ্চায়েত ও মহিলা সংরক্ষণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
6. Sharma, K. Power of Representation: Reservation for Women in India, Asian Journal of Women's Studies, 6(1), 68-73.